ঠিকানার খোঁজে

BANGLADARSHAN.COM

জ্যোৎস্না মন্ডল

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
নগরায়নের ফাঁসি	৩
ঠিকানার খোঁজে	৪
থামাও অশান্ত রূপ	৫
হই না অবাক	৬
দনুজদলনী দুগ্গা মা	৭
সপ্তমী	৯
রক্ষা করো	১০
হামার দুগ্গা	১১
এলোমেলো	১২
আবার নীড়ে ফেরা	১৩
আমার বারান্দায় আজ বৃষ্টি	১৪
জন্মদিন	১৫
শুভ বিজয়া	১৬
অন্য স্বাদ	১৭
দাঙ্গা	১৮
ধোঁয়াশা	১৯
মরুদ্যানের খোঁজে	২০
ত্রাস	২১
যত্নে রাখা	২২
খাবার সাবার	২৩
অপূর্ণ মিলন	২৪
রাজপথ	২৫
আয়না	২৬
ঝড়ের মুখে	২৭
রাজার বাণী	২৮

BANGLADARSHAN.COM

নগরায়নের ফাঁসি

চেনা শহরে ঘুরে বেড়াই
নিজের মনে মনে,
অচেনা সুতোয় গাঁথা হয় মালা
কয়েকটি অচেনা ফুলে,
বাতাসে মেশে না কোনো গন্ধ
কোন সুবাস দেয় না ধরা ঘ্রাণে,
চেনেনা কেউ কাউরে
ক্ষণিকেরও তরে ভুলে।

বিশ্ব মাঝে পসরা সাজিয়ে
বসে আছেন তিনি একমনে,
বাহাদুরি করে ছয়জনায়
নৃত্যের তালে তালে,
চেনা অচেনার ভীড়ে মিশে গিয়ে
যত রঙ লাগালে মনে,
যা কিছু রঙিন ফিকে হয়ে যায়
কেমনে পলে পলে।

নগরায়নের মাশুল সকলকে
দিতে হবে জেনে শুনে,
আকাশ বাতাস ঢেকে দিয়ে
ঘরে রেঁস্তোরায় উল্লাস চলে,
সবুজায়নের বংশে বাতি
জ্বালালে চেনা শহর আগুনে,
নিঃশ্বাস নিতে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে
মৃত্যুর কোলে পড়লে ঢলে।

BANGLADARSHAN.COM

ঠিকানার খোঁজে

পড়ন্ত বিকেল বেলায় বসে আছি নিরালায়
গভীর ভাবনারা উঁকি মারে ফাঁকে,
সময় পেরিয়ে যায় কিছু কথা মনে হায়
জমা হতে থাকে একে একে।

রক্তিম আকাশে চেয়ে মনের ক্যানভাসে বেয়ে
স্বপ্নেরা ডানা মেলে উড়ে চলে,
পিছু ফিরে চেয়ে ভারী বাতাস হয়ে
রয়ে যেতে চেওনা মনের চাতালে।

ঐ দূর দিগন্তে মনপাখি দিনান্তে
খোঁজ করে স্বপ্নের ঠিকানা,
রবির অস্তরাগে বাজে বীন বেহাগে
প্রেমের অন্তিম লগ্নে হবো না দোটানা।

BANGLADARSHAN.COM

থামাও অশান্ত রূপ

গ্রীষ্মের দুপুরে তেজদীপ্ত সূর্যের গনগনে রশ্মিতে
পৃথিবী পুড়ে ছারখার
শান্ত করো রবির দুর্দান্ত প্রতাপকে।

বর্ষায় ঘন বরষণ ভাসিয়ে দিতে চায়
গোটা পৃথিবী
স্তব্ধ করো প্রকৃতির প্রবলতাকে।

কালবৈশাখী ঝড় আছড়ে পড়ে
পৃথিবীর ঘন বসতির গায়ে
ক্ষান্ত করো অশান্ত রূপের ঘনঘটাকে।

জলোচ্ছ্বাস স্ফীত হয়ে উঠে
অতল তলে তলিয়ে দেয় বনানী ঘেরা গ্রামাঞ্চল
হত্যে দাও প্রকৃতির পায়ে
অবনত করে নিজেকে।

BANGLADARSHAN.COM

হই না অবাক

ঘরে বিভীষণ বাইরে দুঃশাসন
অবাক হই না আর,
জীবনের খাদ ক্রমশ যেন
হাত ধরেছে গভীরতার।

ব্যঙ্গের হাসি মোর তল্লাটে
উন্মোচন ঘটে চিন্তার,
রাহু ও কেতু সহচরী হয়ে
ধ্বংস করে গোটা দুনিয়ার।

কর্ণপাত করি না আর
চেনা লাগে সব বিষোদ্গার,
শঠের দলে শঠেরাই মেলে
ভাবনার জালে আমরা একাকার।

BANGLADARSHAN.COM

দনুজদলনী দুগ্গা মা

আইল দনুজদলনী দুগ্গা মা
চাইর খান পোলাপান লইয়া,
ও তোরা জলদি কইরা দেইখ্যা যা লো
দুগ্গা মায়ের গা ঘেঁইষ্যা
গণশা দ্যেখ মাথা নাড়ে শুঁড় দুলাইয়া,
শুঁড় দোলায় মাথা নাড়ে
শুঁড় দুলাইয়া
ও সে শুঁড় দুলাইয়া
আইলো দনুজদলনী দুগ্গা মা॥

কৈলাস ছাইড়া মর্ত্যে আইলো মা
ভালোবাসার জোয়ারে,
চাইরটা দিন মোগো লবে রইবে মা
দুঃখ ঘুচাইবে চিরতরে,
ধইন্য হইলো মানব জনম
তোমার কৃপা পাইয়া
আইলো দনুজদলনী দুগ্গা মা॥

অসুরটারে দ্যেখ কেমন
পায়ের নীচে রাইখ্যা দুগ্গা
ত্রিশূলের খোঁচা মারে বারে বারে,
ত্রিশূলের খোঁচা মারে জোরে জোরে,
কার্ত্তিকডা ময়ূরের পিঠে
বইস্যা বইস্যা হাসে রে,
কার্ত্তিকডা ময়ূরের পিঠে
ফিকফিকাইয়া হাসে রে....

এইনা দেইখ্যা লক্ষ্মী সরস্বতী
মায়ের কথায় শান্ত হইয়া
মসকরা দেইখ্যা দেইখ্যা

BANGLADARSHAN.COM

মিটি মিটি চায়
মায়ের জন্য গর্ব কইরে মরে
ধইন্য হইলো মানব জনম
তোমার কৃপা পাইয়া
আইলো দনুজদলনী দুগ্গা মা॥

BANGLADARSHAN.COM

সপ্তমী

সপ্তমীর মিঠেল সুরেতে মন ছুটে যায় ঐ দূরেতে,
রবিচ্ছটায় আলোকিত আকাশ।
আজ শারদ প্রাতে এ হৃদয় আনন্দে মাতে,
ছোঁয়া দেয় হিমেল বাতাস।

ঢাকের কাঠির বোলে বোলে বাংলীরা যেন নাচের তালে,
ধরণীতে মায়ের চার দিন বসবাস।
প্রকৃতি সাজে শিউলি ফুলে উদাস প্রাণ সব যাতনা ভুলে,
মায়ের সঙ্গে কাটাবে প্রহর নিঃশ্বাস।

প্রতি বছর এই ভাবেতে এসো মাগো ধরণীতে,
ভাসব মোরা আনন্দের জোয়ারে।
যা কিছু গ্লানি সরিয়ে দূরে ধন্য করো তোমার কৃপা বরে,
আলোর পথে দিশা দেখাও মানবেরে।

BANGLADARSHAN.COM

রক্ষা করো

গঙ্গার ঘাটে আজ প্রতিমা বিসর্জন
বিদায়ের সুর বিষাদ ও করুণ,
ঘুচে যাক সব ঘোর অন্ধকার
মহামারী অতিমারীর হোক নিরসন।

নিরক্ষর মানুষ সাক্ষর হোক
দারিদ্র্যতার হোক অবসান,
কঠিন মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে
জাগিয়ে তোল মানবের প্রাণ।

অশুভ শক্তি নিয়ে যাও সাথে
এ মিনতি ধরি তোমার চরণ,
বিশ্বজুড়ে মৈত্রী এনো মাগো
ভেদাভেদ নীতির হোক বলিদান।

BANGLADARSHAN.COM

দুর্নীতির রূঢ় কবল থেকে
বাঁচাও মাগো তোমার সন্তান,
আজ বিশ্ববাসী গভীর সঙ্কটে
চিত্ত চঞ্চল দ্বিধাগ্রস্ত জীবন।

হামার দুগ্গা

“ঐ দূরে দাঁড়ায়েন আছিস ক্যেনে রে
বিটিয়া”, শুধায় মংলুর মা.....
“ঘরে আয় না রে”
‘মুর পাশে একটু বস ক্যেনে”,
“হামি দূর দেশ থেকে এসেছি মুর মাট্যকে দিখার জন্য”
“ঘরে যিতে পারবোক লাই রে মাসি” ফুলমনি জবাব দিল।
ক্যেনে রে তু ঘরে যাবিক লাই ক্যেনে?
“মায়ের কঠিন ব্যমো ছুঁয়াচ ব্যমো হইনছ্যে
বল্যে দূর থেকে দেইখ্যে চল্যে যাব রে মাসি”
মা দূর থিক্যে আমার ফটো তুইল্যে নিয়েছ্যে রে
আর দূর থিক্যে হামায় পেন্নাম ঠুকছ্যে,
হামাকে দুগ্গা বল্যে ডাকইছ্যে।

BANGLADARSHAN.COM

এলোমেলো

খেলা করে মানব জাতি জীবন নিয়ে রঙিন জলে
অনুর্বর মস্তিষ্কের ঘিলুতে ঘুরে বেড়ায় পার্থিব স্বপ্ন,
অন্তর্বাস পরে পানা পুকুরে ঝাঁপ দেয় যান্ত্রিক মনন
করিডোরে ছড়িয়ে পড়ে আছে হাজার হাজার রত্ন।

স্তব্ধ করো আগুনের লেলিহান শিখার উর্দ্ধগমন,
আহত পাখি ডানা মেলে ওড়ে না কাটিয়ে দুঃস্বপ্ন,
পরিত্যক্ত জং ধরা লোহার চাঙর ভেঙে খান খান,
ধিকি ধিকি আগুনে পুড়ে মরতে তারা যে নিমগ্ন।

বিদ্বেষ্টা অহরহ যখন হয়ে ওঠে অনিষ্টকারী
কিসের এত বৈভব তবে কাড়িয়া মুখের অন্ন,
কালাপানিতে ডুবে মরে অসুস্থ আদিম মানবজাতি
ভক্ষক সেজে লুণ্ঠনে রক্ষকগণের চিত্ত প্রসন্ন।

BANGLADARSHAN.COM

আবার নীড়ে ফেরা

দমবন্ধ জীবন থেকে বেড়িয়ে
নীরা আজ মুক্ত আকাশের নীচে,
একরাশ মুগ্ধতা নীরার চোখে মুখে,
পরাগ অনেকদিন পর নীরাকে সময় দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ,
চিন্তা নদী স্ফীত হয়ে উঠেছিল বক্ষে।

ভালোবাসা জমাট বাঁধে যেখানে
সম্মতি আলোড়ন ঘটায় দুই পক্ষে,
অবগাহন তাই প্রেম সায়রে
নীরা পরাগ মিলনের আলোয় এক কক্ষে।

আকাঙ্খার জালে আটকে যায় যৌবন
আস্বাদন অপূর্ণতা পায় ভীত সন্ত্রস্ত চোক্ষে,
দ্বিধা জাগে মনের পরতে পরতে দ্বিধাহীন প্রান্তরে
লক্ষ্যহীন প্রেমের পরিণতি আবার নীড়ে ফেরার লক্ষ্যে।

BANGLADARSHAN.COM

আমার বারান্দায় আজ বৃষ্টি

আমার বারান্দায় আজ অঝোরে ঝরে বৃষ্টি,
মেঘ রবিকে জড়িয়ে ধরে মেটায় সন্তুষ্টি,
আকাশ বাতাসে একি অনাসৃষ্টি,
দূর পানে ধায় আমার অধীর দৃষ্টি।

জমায়িত অনেক না বলা কথা খোঁজে প্রেমের সৃষ্টি,
মধুযাপনে মন ভাসি আজ ছাপিয়ে সকল কৃষ্টি,
কোন গহীনে লুকিয়ে রবি মেঘকে করে যষ্ঠী,
আমার বারান্দায় অঝোরে ঝরে বৃষ্টি।

এ হৃদি ভারী ঘন বরিষণে না মেনে দূরদৃষ্টি,
কঠিন পেলবের ঘেরাটোপে থাকে মহাসৃষ্টি,
মিলনেও মেলেনা নিগূঢ় তত্ত্ব পড়ে রয় অপকৃষ্টি,
আমার বারান্দায় আজ অঝোরে ঝরে বৃষ্টি।

BANGLADARSHAN.COM

জন্মদিন

ঘুম ভাঙল মায়ের ডাকে
“সুমি ওঠ আজ তোর জন্মদিন যে”,
“দেখ তোর জন্য নতুন শাড়ি বেছে রেখেছি”,
“কোনটা পরবি দেখ?”
“শাড়ি যেন আবার ছিঁড়ে এনোনা”
মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙে যেতো।

ভয়ে ভয়ে মায়ের শাড়ি পরতাম,
কেমন যেন নিজেকে গিন্নী গিন্নী মনে হত,
উপরি পাওনা ছিল বিকেলে প্রেমিকের দেখা পাওয়া,
কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে
দশ জোড়া চোখের অনুসন্ধিৎসা অস্বস্তিকর হলেও
অপেক্ষা বেশ মানাতো।

BANGLADARSHAN.COM

মন সাজিয়ে তুলতাম পরিকল্পনা আর উত্তেজনা দিয়ে,
ঘুম উড়ে গিয়ে নিজেকে ভাবাবেগে দিতাম ভাসিয়ে,
চোখের খুশি আর মনের আনন্দ মুখের
ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে তুলতো।

সেই দিনগুলো আজও মনের গভীরতায় ভ্রাম্যমান,
সেই অনুভূতি আজও শিরা ধমনীতে অপেক্ষমান,
কালের গতিতে বয়স বহমান,
ভালো লাগাতে পিছনে ফিরে তাকাতে চায় এ পোড়া প্রাণ,
ঘাটতি নেই স্মৃতি রোমন্থনে
মন যে আজ মা ঠিক তোমার মতো।

শুভ বিজয়া

ঘোড়ায় চড়ে এলে মা তুমি
এই ধরণীর পরে,
কৈলাশে মা ফিরলে তুমি
কাঠের দোলায় করে।

আরতি করি তোমায় মাগো
চরণ ছুঁয়ে যাই,
মোদের তুমি কল্যাণ করো
আর কিছু না চাই,
শস্য শ্যামলা হয় যেন মা
তোমার কৃপা ও বরে।

বিজয়ার সুর আকাশে বাতাসে
করুণ সুরে বাজছে সানাই,
তোমার অপার করুণায় মাগো
সুখে যেন থাকি সদাই,
আসছে বছর নতুন সাজে
আবার এসো মর্ত্যপুরে।

BANGLADARSHAN.COM

অন্য স্বাদ

এবার তরী ভাসাবো সমুদ্রে.....
নদীর মিষ্টির জলে মোর তরণী আশ্বস্ত,
নিঃশ্বাস নিতে ছিল বেশ অভ্যস্ত,
প্রেম যমুনায় অবগাহন করে
খুশির জোয়ারে ভেসে থাকে অনেকক্ষণ,
স্বপ্নে বিভোর সমুদ্র তরঙ্গের
ফেণিল শিখরে রইবে কিছুক্ষণ।

এবার তরী ভাসাব সমুদ্রে.....
নদীর জল আজ বড়ো একঘেঁয়ে,
সমুদ্রে যেতে চায় মোহনা পেরিয়ে,
রবি করোজ্জ্বল রূপালী আলোয়
তরী আজ মোহনায় অপেক্ষমান।

BANGLADARSHAN.COM

দাঙ্গা

দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন
ছারখার সব বাড়ি ঘর পুড়ে,
দাঙ্গা ছড়ায় মাঠে প্রান্তরে
ধানের ক্ষেতে গ্রামে গ্রামান্তরে,
ভস্মীভূত ছাই উড়ছে আকাশে
বারুদের গন্ধ ছড়ায় বাতাসে,
শূন্য হাতে ছুটে বেড়ায়
এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে
ভিটে মাটি সব হারিয়ে মানুষ
নীরবে কাঁদে হাহুতাশে।

আগুন লাগে তুলসী তলায়,
দোলমঞ্চ, ঠাকুরদালানে,
প্রতিমা সব উল্টে আছে
বর্বরতার করাল গ্রাসে,
গফুর চাচার কাঠের গোলাও
পুড়ে ছাই আগুনের শ্বাসে,
রেহাই পায়নি কোনো জাত ধর্ম
আগুনের বীভৎস ত্রাসে।

নাড়ীর টান ছিন্ন ভিন্ন
নিজের মাটি নিজের দেশে,
অনাহারে অনিদ্রায় জীবন কাটে
দু মুঠো অন্ন পড়ে রয় পাশে,
বাঁচার লড়াই আর কতদিন
ভয়ানক এই আদিম পরিবেশে,
সম্প্রীতির রাস্তা ধরেই আসুক
ধর্ম অভিন্নতার বেশে।

BANGLADARSHAN.COM

ধোঁয়াশা

কেন যে এলে না জানি না
আজো ধোঁয়াশা মনের ভীষণ গভীরে,
শরতের আকাশে পেঁজা তুলোর মেঘরাশি
মনে করায় স্বপ্নমদির ক্ষণ,
বিমর্ষ প্রতীক্ষা খুঁজে বেড়ায় তোমার অবয়ব,
কালো ধোঁয়ার সাথে মিশে যায় মলিনতা।

পাখির কুজন সুজন বোঝে প্রেমের আর্তি নিয়ে,
নবীন বসনে সেজেছে এ হিয়া আক্ষেপ দূরে সরিয়ে,
চলন্তিকায় মনের ব্যপ্তি নবচেতনার কথা বলে,
ধোঁয়াশার অন্ধকারে ভীরু মন খোঁজে প্রথম প্রেমের বলিষ্ঠতা।

BANGLADARSHAN.COM

মরুদ্যানের খোঁজে

এ মরু প্রান্তরে আজ মরুদ্যনের খোঁজে,
পথে পড়ে রয় ক্লান্তিময় জীবনের কিছুটা,
গনগনে তেজদীপ্ত দুপুরে পিপাসু মন কাঁদে,
অবহেলা আর অসম্মানের বোঝা বড্ড ভারী,
মরুদ্যানের সান্নিধ্য পেতে মরিয়া হয় জীবন।

তপ্ত বালুকায় পুড়ে ছারখার এ পোড়া মন,
মরীচিকার পিছে ছুটতে ছুটতে বেসামাল হই দিনান্তে,
মারুদ্যান ক্রমশ সরে যেতে থাকে দূর হতে বহু দূরে,
পাবার নেশায় ছুটে চলেছে ব্যর্থ এ জীবন।

BANGLADARSHAN.COM

ত্রাস

আমি ক্লান্ত.....বড়োই ক্লান্ত
গোধূলিবেলায় নির্জনতার গভীর খাঁজে
রচিত হয় উপন্যাস,
আনমনা মনে চলতে থাকে কত কথার বিন্যাস।

একাকীত্ব হাহাকার করা বুকের পাঁজরে যন্ত্রণার আভাস,
খোলা জানালায় অপেক্ষমান শূন্য দৃষ্টি করে হাহুতাশ,
কঠিন ব্যামোর আভাস যেন মুছে দেয় প্রাণোচ্ছাস।

এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ে যেতে চায় অনভ্যস্ত অভ্যাস,
পথের প্রান্তে পড়ে থাকে নিঃসঙ্গতার নির্যাস,
ঝাঁঝরা করা গোটা জীবনে এনে দেয় অবাঞ্ছিত ত্রাস।

BANGLADARSHAN.COM

যত্নে রাখা

বাঁশীর মিঠেল সুরেতে মন ছুটে যায় ঐ দূরেতে,
রবিচ্ছটায় আলোকিত আকাশ।
আজ নবীন প্রাতে এ হৃদয় আনন্দে মাতে,
ছোঁয়া দেয় হিমেল বাতাস।

মন কাড়া ঐ সুরের নেশায় মন পাখি আজ তোমার আশায়,
সতেজ প্রাণ খোঁজে না অবকাশ।
প্রকৃতি সাজে শিউলি ফুলে উদাস পরাণ যাতনা ভুলে,
ছন্দে কাটবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস।

যতন করে মনের ঘরে জ্বালবো বাতি প্রাণের পরে,
কাটাবো প্রহর খুশির জোয়ারে।
যা কিছু গ্লানি সরিয়ে দূরে ভাসবো দোঁহে নবীন করে,
আলোর পথের দিশা দেখাও মোরে।

BANGLADARSHAN.COM

খাবার সাবার

আইল সখী বিদ্যেশ থিকা
অনেক দিনের পর,
মোর জইন্য আইনছ্যে সখী
হরেক রকম উপহার।

রাংতা দিয়া মুইড়া রাখছে
বাক্স মস্ত আকার,
খুইল্যা দেখি তার ভিতরে
সুন্দর একখান ঘর,
চাবি দিয়া খুইল্যা দেখি
বইস্যা রইছে বর।

হাতের মধ্যে ধরাইয়া দিল
নানান রকম খাবার,
কোনটা মিষ্টি কোনটা ঝাল
দেইখ্যা অবাক হবার,
চাকুম চুকুম হামলাইয়া পইড়া
সব খাবার সাবার।

BANGLADARSHAN.COM

অপূর্ণ মিলন

পাহাড়ের পাদদেশ ছুঁয়ে আছে যে জলরাশি
সেই জলের গভীরতা জানেনা পাহাড়
পাহাড়ের উচ্চতা জলের অজানা
সহবাসেও এদের হয় না মিলন।

সবুজ বনাঞ্চল প্রকৃতির বুকে বেড়ে নিজের খেয়ালে,
বাতাসের স্পর্শে সূর্যালোকের দীপ্ত প্রভায়
বনানী পাখা মেলে,
বাতাস বনানীর চরম সুখানুভূতিতেও হয় না মিলন।

এক ছাদের নীচে শত সহস্র নরনারী
আজীবন রয়ে যায় স্বতন্ত্র দ্বীপ হয়ে,
নির্ভরতা বিশ্বাস দিয়ে গড়ে ওঠা সুসম্পর্কের
মধ্যে বেড়ে ওঠে বীজ,
শত কোটি রাত্রিবাসেও হয়না পরম মিলন।

BANGLADARSHAN.COM

রাজপথ

অলি গলি পেরিয়ে এলাম রাজপথে
কীভাবে কত সময়কাল ধরে,
হিসেব মেলাতে রাজী নই জেনেও
কর গুনে চলি ধারাপাতের ঘরে।

ভেবেছিলাম পাব আবার ফিরে
আঁচলে জড়ানো সুখ পাখিরে,
বন্ধ দুয়ার খুলে আজ রাজপথে
তাকাতে চাইনা আর পিছনে ফিরে।

ভীত সন্ত্রস্ত অতীত যতই ডাকুক
স্পর্শকাতর করে রাখবো না নিজেরে,
রাজপথের প্রসারতায় আস্বাদন করি
উন্মুক্ত জীবনের মূল্যবোধরে।

BANGLADARSHAN.COM

আয়না

আয়না কখনো মিথ্যা বলেনা
নিজেকে লুকিয়ে রাখবো আর কত দিন এভাবে
চোখের নিচে পড়েছে কালো আস্তরন,
শত বার মুছেও যায় না পুরোনো দাগ
আমার এখন বিশ্রামের বড় প্রয়োজন।

আয়না কখনো মিথ্যা বলে না
রিক্ত হাতে আজ মধ্য পথে জীবন,
কঠিন পেলবের ভিতর বাঁচার লড়াই চলে
স্বল্প দিনের জন্য কত আয়োজন।

আয়না কখনো মিথ্যা বলে না
একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে দৃষ্টি ক্ষীণ,
স্পষ্ট হয়ে ওঠে নিখাদ বলিরেখা
মায়াবৃত দিনপঞ্জিকা বোঝে না আপনজন।

BANGLADARSHAN.COM

ঝড়ের মুখে

ঝড়ের মুখে পড়েছিলাম আজ
ঈশান কোণে কালো মেঘের দিকে
চেয়েছিলাম অনেকক্ষণ,
মন খারাপের ঝুলি থেকে কয়েকটি ঘটনা
বেরিয়ে খোঁচা মারে অলিন্দে
এলোপাথারি ঘূর্ণি ঝড়ে এলো মেলো হয়ে
গেল কত দিনের স্বপন।

আকাশে উড়ছে ছোট্ট ছোট্ট রঙিন কাগজের টুকরো
অযান্ত্রিক মন বিষের ভারে জর্জরিত হয়ে ওঠে যেন,
কলজের ভিতরের উষ্ণতা উদ্বায়ী হয়ে ওঠে মুহূর্তে
ঝড়ের মুখে পড়ে এ হৃদি আজ বড়ই উচাটন।

BANGLADARSHAN.COM

রাজার বাণী

রাজার মুকুট খুলে গেছে
রাজসভাতে বন্ধ আমোদ প্রমোদ,
ভয়ে সন্ত্রস্ত মুখ কাঁচুমাচু
সময় গুনছে সকল পারিষদ।

ঘাড়ের সঙ্গে ঘাড় মিলিয়ে
রাজারে করে তোষামোদ,
নইলে রাজা শূলে চড়াবেন
উজিরগুলো যে একদম বলদ।

রাজার বাণী নিত্য শুনে
দেশবাসীগণ গুনছে প্রমাদ,
শঙ্কা শমন হয় না দমন
হ্রাস পেয়েছে নীতিবোধ।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥